

৫৫৭. وَعَنْ أُمِّ قُرَّةَ (رض) قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُرْوَى الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ -

৫৫৭। অনুবাদ : হযরত উম্মে ফারওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন কাজ অধিক উত্তম? তিনি (উত্তরে) বললেন, নামায এর প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ) ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল আমরী ব্যতীত অন্য কারো হতে বর্ণিত নয়। অথচ তিনি হাদীসবিশারদগণের নিকট রাবী হিসেবে শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) নন।

শাব্দিক অনুবাদ : - سَأَلَ النَّبِيُّ (ص) - তিনি বলেন, - قَالَتْ - আর হযরত উম্মে ফারওয়া (রা) হতে বর্ণিত, - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ - কোন কাজ অধিক উত্তম? তিনি (উত্তরে) বললেন, - الصَّلَاةُ - নামায করীম (স)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন কাজ অধিক উত্তম? তিনি (উত্তরে) বললেন, নামায আদায় করা, - لِأَوَّلِ وَقْتِهَا - এর প্রথম ওয়াক্তে, - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ - ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, - وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ - আর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, - لَا يُرْوَى الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ - এ হাদীস বর্ণিত হয়নি, - وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ - অথচ তিনি রাবী হিসেবে শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) নন, - عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ - হাদীসবিশারদগণের নিকট।

হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত উম্মে ফারওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজ অধিক উত্তম (অধিক সাওয়াবের কাজ)? উত্তরে তিনি বললেন, প্রথম সময়ে নামায আদায় করা অধিক উত্তম কাজ। আল্লামা ইবনুল মালেক বলেন, হাদীসাত্তে - لِأَوَّلِ وَقْتِهَا - এর - لِأَوَّلِ - বর্ণটি - فِي - অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ - فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ - আল্লামা তাবি (র) বলেন, এখানে - لِأَوَّلِ - বর্ণটি তাকীদের জন্য ব্যবহার হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى قَوْلِهِ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ

১. রাসূল (স)-এর বাণী - فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ - এর মর্মার্থ বর্ণনায় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা ইবনুল মালেক বলেন - فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ - এর - فِي - বর্ণটি - فِي - অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ - فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ -

২. মুহাম্মদ ইবনে আলী আত তাবি (র) বলেন, এখানে - فِي - বর্ণটি তাকীদের জন্য ব্যবহার হয়েছে, - وَقْتُ - অর্থে ব্যবহার হয়নি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বাণী - قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - এর মধ্যে - قَدْ - টি - অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কেননা এখানে - وَقْتُ - এর উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপভাবে - فِي - টি - অর্থেও ব্যবহার হয়নি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বাণী - فَطَرَفَرُّهُمْ لِعَذَّتْهُمْ - এর মধ্যে - قَدْ - টি - অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসাত্তে - فِي - শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং এখানে - فِي - টি তাকীদের জন্য ব্যবহার হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে এখানে - فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ - তথা প্রথম ওয়াক্ত বলতে মুস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্ত বুঝানো হয়েছে। এটিই হানাফী ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

শব্দাবলির বিশ্লেষণ

স. ১. ل. ১. مَادَّاهُ السُّؤَالُ، الْمَسْئَلَةُ مَادَّاهُ فَتَحَ بِأَبَاةٍ ثَبَاتٍ فَعَلَ مَاضِي مَجْهُولٍ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ : سَأَلَ

কাজসমূহ - অর্থ - جَمَعَ فَعَلَتْ - আর অর্থগতভাবে - جَمَعَ تَكْسِيرٌ - এটি শব্দগতভাবে - الْعَمَلُ - অর্থ - একবচন। এর একবচন হচ্ছে - الْعَمَلُ - অর্থ - কাজসমূহ।

৫৬০. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَوْ قُتِلَ فِيهَا الْآخِرُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬০। অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দু'বার কোনো নামাযকে এর শেষ সময়ে আদায় করেননি, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তুলে নেয়া পর্যন্ত। (তিরমিযী)

শাব্দিক অনুবাদ : - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) - আর হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, - قَالَتْ - তিনি বলেন, - مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) - আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তুলে নেয়া পর্যন্ত, - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত দু'বার কোনো নামাযকে এর শেষ সময়ে আদায় করেননি। অর্থাৎ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত রাসূল (স) অভ্যাসগতভাবে কখনো বিলম্ব করে একেবারে শেষ ওয়াক্তে নামায আদায় করেননি। এখানে হযরত আয়েশা (রা), রাসূল (স)-এর একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে শেষ সময়ে নামায পড়া, আর একবার এক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য শেষ সময়ে নামায পড়াকে বাদ দিয়ে অপর সময়ের কথা বলেছেন।

৫৬৩। অনুবাদ : হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, তোমরা এ নামাযকে (এশার নামায) বিলম্ব করে আদায় কর। কেননা এ নামায দ্বারা তোমাদেরকে অন্য সব (নবীর) উম্মতের ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তোমাদের পূর্বে অন্য কোনো উম্মত এ নামায কখনো পড়েনি। (আবু দাউদ)

১. হযরত আদম (আ)-এর তওবা ফজরের নামায়ের সময় কবুল হয়েছে, এজন্য আদম (আ) ফজরের নামায় পড়েছিলেন।

২. হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাইল (আ)-কে কুরবানি দিয়েছিলেন যোহরের সময়, যখন ইসমাইলের স্থলে দুধা এসেছে তখন ইসমাইল বেঁচে যাওয়ার শুকরিয়া আদায় করণার্থে তিনি যোহরের চার রাকাত নামায পড়েছিলেন।
৩. হযরত ওয়ায়ের (আ)-কে আসরের সময় পুনর্জীবিত করা হয়েছিল, তখন তিনি আসরের চার রাকাত নামায পড়েছেন।
৪. হযরত দাউদ (আ)-এর মাগফিরাত মাগরিবের সময়ে হয়েছে, তখন তিনি মাগরিবের তিন রাকাত নামায পড়েছেন।
৫. এশার নামায সর্বপ্রথম আমাদের নবীর ওপরে ফরয হয়েছে।

শব্দাবলির বিশ্লেষণ : تَحْقِيقُ الْأَلْفَاظِ

অর্থ- صَحِيح জিনসে ৪-ত-ম-মাদ্দাহ ৮-এ-إِعْتَامُ মাসদার ۱-فَعَالُ বাবে ۱-أَمْرُ حَاضِرٍ مَعْرُوفٍ বাহাস ۱-جَمَعَ مَذْكُرٌ حَاضِرٌ سِیَاقِ : أَعْتَمُوا
বিলম্ব বা দেরি করে আদায় কর।
۱-ل-مাদ্দাহ ۸-التَّفْضِيلُ মাসদার ۱-تَفْعِيلُ বাবে ۱-إِثْبَاتُ فِعْلٍ مَاضٍ قَرِيبٍ مَجْهُولٍ বাহাস ۱-جَمَعَ مَذْكُرٌ حَاضِرٌ سِیَاقِ : قَدْ فَضَّلْتُمْ
জিনসে ۴-أَرْث-তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।
۱-م-مাদ্দাহ ۸-التَّضْلِيلُ মাসদার ۱-تَفْعِيلُ বাবে ۱-نَفَى جَعَدَ بَلَمَ فِعْلٍ مُسْتَقْبِلٍ مَعْرُوفٍ বাহাস ۱-وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ : لَمْ تَصِلْ
সে নামায পড়েন।
৪-অর্থ-نَاقِصٌ يَائِي-জিনসে ৪-ل-ی

৫৬৪। অনুবাদ : হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ নামায তথা এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। রাসূলুল্লাহ (স) ওয়াক্ত সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। রাসূলুল্লাহ (স) তৃতীয়বার চাঁদ অন্তমিত হলে এটা পড়তেন।
(আবু দাউদ ও দারেমী)

শাস্তিক অনুবাদ : (رض) - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض) - আর হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি, এ নামায তথা এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে, হাদীসটি হা-رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ - তৃতীয়বার চাঁদ অন্তমিত হলে, لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةِ - রা-رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ - রা-বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত আছি। রাসূলুল্লাহ (স) চান্দ্রমাসের তৃতীয় রাতের চাঁদ অন্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে এশার নামায পড়তেন অর্থাৎ একটু বিলম্ব করে এশার নামায আদায় করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, একটু বিলম্ব অবকাশের সাথে এশার নামায পড়া মুস্তাহাব। উক্ত মহানবীর যুগে মাগরিবের নামাযকে প্রথম এশা এবং এশার নামাযকে দ্বিতীয় এশা বলা হতো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى قَوْلِهِ أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ
أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ - এর উক্তি - আলোচ্য হাদীসে হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর উক্তি : أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ
দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন-

১. আলোচ্য হাদীসে হযরত নোমান ইবনে বশীরের কথা أَعْلَمُ অর্থাৎ, আমি অধিক জ্ঞাত, দাবিটি তাঁর অহংকারের পরিচায়ক নয়; বরং এর অন্তর্ভুক্ত।

২. অথবা এ বাক্যটি দ্বারা হাদীসটির প্রতি শ্রোতাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করা উদ্দেশ্য।

৩. অথবা তাঁর أَعْلَمُ أَنَا বলার কারণ হলো, তিনি এ হাদীসটি এমন এক যুগে বর্ণনা করেছেন, যখন প্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে কেউই জীর্ণ ছিলেন না।

৪. অথবা তাঁর ধারণা ছিল, বর্ণিত বিষয়টি অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় তিনিই অধিক স্মরণ রেখেছেন। -মিরক

الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ দ্বারা এশার নামায বুঝানো হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এশার নামাযকে প্রথম এশা এবং এশার নামাযকে দ্বিতীয় এশা বলা হতো।

مَعْنَى قَوْلِهِ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةِ

لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةِ - এর অর্থ : এখানে ৩ বর্ণটি বা সময় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর এর অর্থ হলো غُرُوبُ বা অন্তমিত হওয়া অতএব سُقُوطُ الْقَمَرِ দ্বারা চন্দ্র অন্তমিত হওয়া উদ্দেশ্য, আর ثَالِثَةِ দ্বারা মাসের তৃতীয় রাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ চান্দ্রমাসের তৃতীয় রাতের শুক্রপক্ষের তৃতীয় রাতের চন্দ্র অন্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে রাসূল (স) এশার নামায আদায় করতেন।

মহল্লা ইরাব : مَحَلُّ الْأَعْرَابِ

এর মহল্লা ইরাব : বাক্যাংশটি هَذِهِ الصَّلَاةِ হতে বদল হেতু মাজরুর হয়েছে।

অথবা اَعْنَى هَذَا فِعْلٍ مَفْعُولٍ হিসেবে مَتَّصِبٌ হয়েছে। আর الْآخِرَةِ শব্দটি صَلَاةٍ শব্দের صِفَت হয়েছে।